Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

০৬ মাঘ ১৪৩১

DU in Media

20 January 2025

যুগান্তর

জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালায় সংরক্ষণের জন্য রোববার শহিদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ ও শহিদ মোহাম্মদ ফারহানুন ভূঁইয়ার ব্যবহৃত জিনিস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খানের কাছে স্বজনরা হস্তান্তর করেন যুগান্তর

আমাদের সময়

ঢাবি জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালা

মুগ্ধ-ফাইয়াজের ব্যবহৃত সামগ্রী হস্তান্তর

ঢাবি প্রতিবেদক ●

জুলাই-গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ ও মোহাম্মদ ফারহানুল ইসলাম ভূঁইয়ার ওরফে ফারহান ফাইয়াজের ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) 'জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালায়' সংরক্ষণের জন্য হস্তান্তর করেছেন তার স্বজনরা। গতকাল রবিবার উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের কাছে হস্তান্তর করেন ফাইয়াজের বাবা শহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া ও মুগ্ধর যমজ ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ।

ঢাবি উপাচার্য বলেন, গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের স্মৃতি রক্ষার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালা' প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জুলাই অভ্যুত্থানকে নিয়ে একাডেমিক গবেষণা, আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সেমিনার আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া হতাহতদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হামলাকারীদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনতে ইতোমধ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এ সময় অন্যদের মধ্যে ঢাবির উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আজহারুল ইসলাম শেখ, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ ও প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির আহ্বায়ক ড. আব্দুল্লাহ-আল-মামুন উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, গত ১৮ জুলাই রাজধানীর আন্দোলনকালে উত্তরায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মুগ্ধ। অন্যদিকে একই দিনে ধানমন্ডিতে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশ ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সংঘর্ষে ফাইয়াজ নিহত হন। তিনি রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিলেন।

দেশ রুপান্তর

মুগ্ধ ও ফাইয়াজের ব্যবহৃত জিনিসপত্র ঢাবিকে হস্তান্তর

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) 'জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালায়' সংরক্ষণের জন্য শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ এবং শহীদ মোহাম্মদ ফারহানুল ইসলাম ভূঁইয়ার (ফারহান ফাইয়াজ)-এর ব্যবহৃত জিনিসপত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

শহীদ ফারহান ফাইয়াজের বাবা আলহাজ্ব শহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া এবং শহীদ মুগ্ধর যমজ ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ এসব জিনিসপত্র গতকাল রবিবার উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের কাছে হস্তান্তর করেন।

The Daily Observer

Belongings of martyrs Mugdho, Faiyaaz handed over to DU

The personal belongings of Shahid Mir Mahfuzur Rahman Mugdho and Shahid Md Farhanul Islam Bhuiyan (Farhan Faiyaaz) have been officially handed over to Dhaka University authorities for preservation at the "July Memorial Museum."

The handover took place on Sunday, with Alhaj Shahidul Islam Bhuiyan, the father of Shahid Farhan Faiyaaz, and Mir Mahbubur Rahman Snigdho, the twin brother of Shahid Mugdho, presenting the items to Dhaka University Vice-Chancellor, Prof Dr. Niaz Ahmed Khan, confirmed the university's public relations office.

During the event, the Vice-Chancellor expressed profound respect for the martyrs of the July Uprising and announced that to honour their memory, Dhaka University has decided to establish the "July Memorial Museum."

He also mentioned that the university is taking steps to organise academic research, international conferences, and seminars on the July Uprising.

In addition, efforts are underway to provide financial assistance to the victims of the movement.

A committee has already been formed to identify and bring the perpetrators of the attacks on the university campus to justice.

The university is also actively involving the families of the martyrs in various events to pay tribute to those who sacrificed their lives during the anti-discrimination student movement and uprising.

By preserving the belongings of the martyrs at the July Memorial Museum, Dhaka University aims to create an official connection with the families of the martyrs. --UNB

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

০৬ মাঘ ১৪৩১

DU in Media

20 January 2025

The Bangladesh Post

Martyrs Mugdho, Faiyaaz's personal belongings handed over to DU for preservation

UNB, Dhaka

The personal belongings of Shahid Mir Mahfuzur Rahman Mugdho and Shahid Md Farhanul Islam Bhuiyan (Farhan Faiyaaz) have been officially handed over to Dhaka University authorities for preservation at the "July Memorial Museum."

The handover took place on Sunday, with Alhaj Shahidul Islam Bhuiyan, the father of Shahid Farhan Faiyaaz, and Mir Mahbubur Rahman Snigdho, the twin brother of Shahid Mugdho, presenting the items to Dhaka University Vice-Chancellor, Professor Dr. Niaz Ahmed Khan, confirmed the university's public relations office. During the event, the Vice-Chancellor expressed profound respect for the martyrs of the July Uprising and announced that to honour their memory, Dhaka University has decided to establish the "July Memorial Museum."

He also mentioned that the university is taking steps to organise academic research, international conferences, and seminars on the July Uprising.

In addition, efforts are underway to provide financial assistance to the victims of the movement.

A committee has already been formed to identify and bring the perpetrators of the attacks on the university campus to justice.

The university is also actively involving the families of the martyrs in various events to pay tribute to those who sacrificed their lives during the anti-discrimination student movement and uprising.

By preserving the belongings of the martyrs at the July Memorial Museum, Dhaka University aims to create an official connection with the families of the martyrs.

The event was attended by Pro-Vice-Chancellor (Administration) Professor Dr. Sayma Haque Bidisha, Pro-Vice-Chancellor (Education) Professor Dr. Mamun Ahmed, Treasurer Professor Dr. M. Jahangir Alam Chowdhury, Dean of the Faculty of Arts Professor Dr. Mohammad Siddiqur Rahman Khan, Dean of the Faculty of Fine Arts Professor Dr. Azharul Islam Sheikh, Proctor Associate Professor Saifuddin Ahmad, and Chairman of the Provost Standing Committee Dr. Abdullah-Al-Mamun.

The Country Today

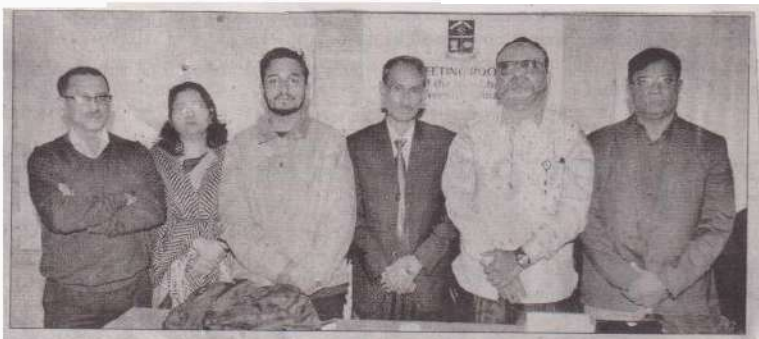

Handover of items used by Shaheed Mughd, Fayyaz to July Memorial Museum

DU Correspondent

The items used by Shaheed Mir Mahfuzur Rahman Mughd and Shaheed Mohammad Farhanul Islam Bhuiyan (Farhan Fayyaz) were handed over to the Dhaka University authorities for preservation in the 'July Memorial Museum' of Dhaka University.

Shaheed Farhan Fayyaz's father Alhaj Shahidul Islam Bhuiyan and Shaheed Mughd's twin brother Mir Mahbubur Rahman Mughd handed over these items to the Vice-Chancellor of Dhaka University, Professor Dr. Niaz Ahmed Khan on Sunday.

At the Continued to page 2

time, Pro-Vice Chancellor (Administration) Professor Dr. Saima Haque Bidisha, Pro-Vice Chancellor (Education) Professor Dr. Mamun Ahmed, Treasurer Professor Dr. M Jahangir Alam Chowdhury, Dean of the Faculty of Arts Professor Dr. Mohammad Siddiqur Rahman Khan, Dean of the Faculty of Fine Arts Professor Dr. Azharul Islam Sheikh, Proctor Associate Professor Saifuddin Ahmed and Convener of the Provost Standing Committee Dr. Abdullah-al-Mamun were present.

Vice-Chancellor Prof Dr. Niaz Ahmed Khan paid deep tribute to the memory of the martyrs of the July student-public uprising and said that a decision has been taken to establish a 'July Memorial Museum' at Dhaka University to preserve the memory of the martyrs and injured in the mass uprising. In addition, initiatives have been taken to organize academic research, international conferences and seminars based on the July uprising. Efforts are also being made to provide some financial

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

০৬ মাঘ ১৪৩১

DU in Media

20 January 2025

নয়া দিগন্ত

জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালায় শহীদ মুগ্ধ ও ফাইয়াজের জিনিসপত্র হস্তান্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালায়' সংরক্ষণের জন্য শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ এবং শহীদ মোহাম্মদ ফারহানুল ইসলাম ভূঁইয়ার (ফারহান ফাইয়াজ)-এর ব্যবহৃত জিনিসপত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ■ ১১ পৃ: ৩-এর কলামে

ঢাবির জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালায় সংরক্ষণের জন্য শহীদ মুগ্ধ এবং ফাইয়াজের ব্যবহৃত জিনিসপত্র ভিসি ড. নিয়াজ আহমেদ খানের কাছে হস্তান্তর করে তাদের পরিবার ■ নয়া দিগন্ত

জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালায় শহীদ মুগ্ধ

৩য় পৃষ্ঠার পর

শহীদ ফারহান ফাইয়াজের পিতা আলহাজ শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া এবং শহীদ মুগ্ধর যমজ ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ এসব জিনিসপত্র আজ গতকাল রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের কাছে হস্তান্তর করেন।

এ সময় প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রোভিসি চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আজহারুল ইসলাম শেখ, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ এবং প্রক্টোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির আহ্বায়ক ড. আবদুল্লাহ-আল-মামুন উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান জুলাই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের স্মৃতি রক্ষার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালা' প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া জুলাই অভ্যুত্থানকে উপজীব্য করে একাডেমিক গবেষণা, আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সেমিনার আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। হতাহতদের কিছু আর্থিক সহযোগিতা প্রদানেরও চেষ্টা করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হামলাকারীদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনতে ইতোমধ্যেই একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও অভ্যুত্থানে আত্মত্যাগকারীদের সম্মান জানাতে তাদের পরিবারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালায় শহীদদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র সংরক্ষণের মাধ্যমে শহীদ পরিবারদের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক সৃষ্টি হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

The Bangladesh Today

Personal belongings of Shahid Mir Mahfuzur Rahman Mugdho and Shahid Md Farhanul Islam Bhuiyan (Farhan Faiyaaz) have been officially handed over to Dhaka University authorities for preservation at the "July Memorial Museum." Photo: Courtesy

খবরের কাগজ

ঢাবির জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালা

মুগ্ধ-ফাইয়াজের ব্যবহৃত জিনিসপত্র হস্তান্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে প্রাণ হারানো মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ ও শহিদ মোহাম্মদ ফারহানুল ইসলাম ভূঁইয়ার (ফারহান ফাইয়াজ) ব্যবহৃত জিনিসপত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) 'জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালায়' সংরক্ষণের জন্য হস্তান্তর করেছেন তাদের স্বজনরা।

গতকাল রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের কাছে এগুলো হস্তান্তর করেন শহিদ ফারহান ফাইয়াজের পিতা শহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া ও শহিদ মুগ্ধর যমজ ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ।

এ সময় ঢাবি উপাচার্য বলেন, 'গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ ও আহতদের স্মৃতি রক্ষার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জুলাই অভ্যুত্থানকে উপজীব্য করে একাডেমিক গবেষণা, আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সেমিনার আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া হতাহতদের কিছু আর্থিক সহযোগিতা প্রদানেরও চেষ্টা করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হামলাকারীদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনতে ইতোমধ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও অভ্যুত্থানে আত্মত্যাগকারীদের সম্মান জানাতে তাদের পরিবারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালায় শহিদদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র সংরক্ষণের মাধ্যমে শহিদ পরিবারদের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক সৃষ্টি হবে।'

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আজহারুল ইসলাম শেখ, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ এবং প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির আহ্বায়ক ড. আবদুল্লাহ-আল-মামুন উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত ১৮ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রাজধানীর উত্তরায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ।

অন্যদিকে একই দিনে ধানমন্ডিতে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশ ও আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষে ফারহান ফাইয়াজ নিহত হন। সে রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিল।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

০৬ মাঘ ১৪৩১

DU in Media

20 January 2025

দৈনিক বর্তমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালায়' সংরক্ষণের জন্য শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ এবং শহীদ মোহাম্মদ ফারহানুল ইসলাম ভূঁইয়ার (ফারহান ফাইয়াজ)-এর ব্যবহৃত জিনিসপত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয় -বর্তমান

জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালায় শহীদ মুগ্ধ ও ফাইয়াজের ব্যবহৃত জিনিসপত্র হস্তান্তর

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালায়' সংরক্ষণের জন্য শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ এবং শহীদ মোহাম্মদ ফারহানুল ইসলাম ভূঁইয়ার (ফারহান ফাইয়াজ)-এর ব্যবহৃত জিনিসপত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। শহিদ ফারহান ফাইয়াজের পিতা আলহাজ্ব শহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া এবং শহিদ মুগ্ধর যমজ ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ এসব জিনিসপত্র রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের কাছে হস্তান্তর করেন।

এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আজহারুল ইসলাম শেখ, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ এবং প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির আহবায়ক ড. আব্দুল্লাহ-আল-মামুন উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালায়

আহমদ খান জুলাই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, গণঅভ্যুত্থানে শহিদ ও আহতদের স্মৃতি রক্ষার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালা' প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, জুলাই অভ্যুত্থানকে উপজীব্য করে একাডেমিক গবেষণা, আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সেমিনার আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। হতাহতদের কিছু আর্থিক সহযোগিতা প্রদানেরও চেষ্টা করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হামলাকারীদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনতে ইতোমধ্যেই একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও অভ্যুত্থানে আত্মত্যাগকারীদের সম্মান জানাতে তাঁদের পরিবারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালায় শহিদদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র সংরক্ষণের মাধ্যমে শহিদ পরিবারদের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক সৃষ্টি হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ইত্তেফাক

ঢাবির 'জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালায়' শহিদ মুগ্ধ ও ফাইয়াজের ব্যবহৃত জিনিসপত্র সংরক্ষণ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালায়' সংরক্ষণের জন্য ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে নিহত শহিদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ এবং শহিদ মোহাম্মদ ফারহানুল ইসলাম ভুঁইয়ার (ফারহান ফাইয়াজ) ব্যবহৃত জিনিসপত্র হস্তান্তর করেছে দুই শহিদ পরিবারের সদস্যরা। গতকাল রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. নিয়াজ আহমেদ খানের কাছে শহিদ ফারহান ফাইয়াজের পিতা শহিদুল ইসলাম ভুঁইয়া এবং শহিদ মুগ্ধর যমজ ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ এসব জিনিসপত্র হস্তান্তর করেন। এ সময় উপাচার্য শ্রদ্ধার সঙ্গে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আহত ও শহিদদের স্মরণ করেন।

উপাচার্য বলেন, 'গণঅভ্যুত্থানে শহিদ ও আহতদের স্মৃতি রক্ষার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালা' প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, জুলাই অভ্যুত্থানকে উপজীব্য করে একাডেমিক গবেষণা, আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সেমিনার আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।'

এ সময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আজহারুল ইসলাম শেখ, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ এবং প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির আহ্বায়ক ড. আব্দুল্লাহ-আল-মামুন উপস্থিত ছিলেন।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

০৬ মাঘ ১৪৩১

DU in Media

20 January 2025

The Bangladesh Today

ABM Musa-Setara Musa Trust Fund has been established at the University of Dhaka. Photo: Courtesy

দৈনিক বর্তমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'এবিএম মূসা সেতারা মূসা ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'এবিএম মূসা-সেতারা মূসা ট্রাস্ট ফান্ড' শীর্ষক নতুন একটি ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'এবিএম মূসা-সেতারা মূসা ফাউন্ডেশন'-এর কোষাধ্যক্ষ ব্যারিস্টার মো. আফতাব উদ্দিন ২০ লাখ টাকার একটি চেক রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী-এর কাছে হস্তান্তর করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য লাউঞ্জে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে এবিএম মূসার কন্যা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. শারমিন মূসা, মরিয়ম সুলতানা মূসা রুমা, পারভীন সুলতানা মূসা ঝুমা, বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম (সিরাজ সালেকীন) এবং ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ উপস্থিত ছিলেন। এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান একুশে পদকপ্রাপ্ত খ্যাতিমান সাংবাদিক এবিএম মূসা ও তাঁর সহধর্মিণী সেতারা মূসার নামে এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য দাতা পরিবারের সদস্যদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন, শুধু সরকারের উপর নির্ভর করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য ট্রাস্ট ফান্ড গঠন, বৃত্তি প্রদানসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করার জন্য তিনি অ্যালামনাই, দাতা সংস্থা ও সমাজের বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানান। এই ট্রাস্ট ফান্ড মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

নয়া দিগন্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'এবিএম মূসা-সেতারা মূসা ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'এবিএম মূসা-সেতারা মূসা ট্রাস্ট ফান্ড' শীর্ষক নতুন একটি ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গতকাল 'এবিএম মূসা-সেতারা মূসা ফাউন্ডেশন'-এর কোষাধ্যক্ষ ব্যারিস্টার মো: আফতাব উদ্দিন ২০ লাখ টাকার একটি চেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর কাছে হস্তান্তর করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে এবিএম মূসার কন্যা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. শারমিন মূসা, মরিয়ম সুলতানা মূসা রুমা, পারভীন সুলতানা মূসা ঝুমা, বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম (সিরাজ সালেকীন) এবং ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ উপস্থিত ছিলেন। এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান একুশে পদকপ্রাপ্ত খ্যাতিমান সাংবাদিক এবিএম মূসা ও তার সহধর্মিণী সেতারা মূসার নামে এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য দাতা পরিবারের সদস্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, শুধু সরকারের উপর নির্ভর করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ জন্য ট্রাস্ট ফান্ড গঠন, বৃত্তি প্রদানসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করার জন্য তিনি অ্যালামনাই, দাতা সংস্থা ও সমাজের বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানান। এই ট্রাস্ট ফান্ড মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রসঙ্গত, সাংবাদিক আবুল বাশার মোহাম্মদ মূসা (এবিএম মূসা) ১৯৩১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের একজন নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। দীর্ঘ ৬০ বছরের বেশি সময় তিনি সাংবাদিকতায় সক্রিয় ছিলেন। তিনি একাধারে একজন সাংবাদিক, সম্পাদক ও কলামিস্ট। বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে তিনি প্রথমসারির বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় সম্পাদক, বার্তা সম্পাদকসহ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া, তিনি বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার মহাব্যবস্থাপক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২০১৪ সালের ৯ এপ্রিল তিনি ইন্তেকাল করেন। এবিএম মূসার সহধর্মিণী সেতারা মূসা ১৯৪০ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০২৩ সালের ২৪ মার্চ ঢাকার একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ থেকে ১৯৬৭ সালে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। বিজ্ঞপ্তি।

দৈনিক আমাদের বার্তা

ঢাবিতে 'এবিএম মূসা-সেতারা মূসা' ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

■ আমাদের বার্তা, ঢাবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) 'এবিএম মূসা-সেতারা মূসা ট্রাস্ট ফান্ড' শীর্ষক নতুন একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। গতকাল রোববার এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে 'এবিএম মূসা-সেতারা মূসা ফাউন্ডেশন'-এর কোষাধ্যক্ষ ব্যারিস্টার মো. আফতাব উদ্দিন ২০ লাখ টাকার একটি চেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী-এর কাছে হস্তান্তর করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান।

উপাচার্য লাউঞ্জে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে এবিএম মূসার কন্যা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. শারমিন মূসা, মরিয়ম সুলতানা মূসা রুমা, পারভীন সুলতানা মূসা ঝুমা, বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম (সিরাজ সালেকীন) এবং ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান একুশে পদকপ্রাপ্ত খ্যাতিম্যান সাংবাদিক এবিএম মূসা ও তার সহধর্মিণী সেতারা মূসার নামে এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য দাতা পরিবারের সদস্যদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, শুধু সরকারের ওপর নির্ভর করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য ট্রাস্ট ফান্ড গঠন, বৃত্তি প্রদানসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করার জন্য তিনি অ্যালামনাই, দাতা সংস্থা ও সমাজের বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানান।

এই ট্রাস্ট ফান্ড মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, প্রয়াত সাংবাদিক আবুল বাশার মোহাম্মদ মূসা (এবিএম মূসা) ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের একজন নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। দীর্ঘ ৬০ বছরের বেশি সময় তিনি সাংবাদিকতায় সক্রিয় ছিলেন। তিনি একাধারে একজন সাংবাদিক, সম্পাদক ও কলামিস্ট। বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে তিনি প্রথমসারির বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় সম্পাদক, বার্তা সম্পাদকসহ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দের ৯ এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এবিএম মূসার সহধর্মিণী সেতারা মূসা ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ মার্চ ঢাকার একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ থেকে ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

আমার সংবাদ

শিক্ষা ও সহশিক্ষামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে সন্তোষজনক ফলাফলের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলের ৩৬ শিক্ষার্থী 'জগন্নাথ হল মেরিট অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত শনিবার সন্ধ্যায় হলের রবীন্দ্র ভবন মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন। ছবি : ঢাবি জনসংযোগ

ঢাবির ৩৬ শিক্ষার্থীর 'জগন্নাথ হল মেরিট অ্যাওয়ার্ড' লাভ

শিক্ষা ও সহশিক্ষামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে সন্তোষজনক ফলাফলের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলের ৩৬ শিক্ষার্থী 'জগন্নাথ হল মেরিট অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত শনিবার সন্ধ্যায় হলের রবীন্দ্র ভবন মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন।

হল প্রাধ্যক্ষ দেবাশীষ পালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নিবাস চন্দ্র মাঝি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যকলা বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস সাত্তার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। মেরিট অ্যাওয়ার্ড প্রদান কমিটির আহ্বায়ক ও হলের আবাসিক শিক্ষক মিঠুন কুমার সাহা স্বাগত বক্তব্য দেন। আবাসিক শিক্ষক ড. অসীম দাস অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, হলের আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, জ্ঞান চর্চা, জ্ঞান উৎপাদন ও বিতরণই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ। কঠোর পরিশ্রম ও জ্ঞানচর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ শিক্ষার্থীরা এই অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। দেশ ও সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমরা একটি কঠিন সময় অতিক্রম করছি। এসময় ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন– টেলিভিশন, ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি বিভাগের উপেন্দ্র নাথ রায়, ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগের দিপংকর কুমার শীল, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সঞ্জয় বসাক পার্থ, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সুমিত বিশ্বাস ও তুষার মিত্র, প্রাচ্যকলা বিভাগের উৎপল কুমার, জয়ন্ত ভৌমিক ও সজীব দত্ত, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের ফরাসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের কৌশিক সাহা, প্রাণিবিদ্যা বিভাগর জ্ঞান শংকরপাল, সংগীত বিভাগের সুতপ শিকদার ও কমল দত্ত, শক্তি ইনস্টিটিউটের পলাশ কৃষ্ণ চৌধুরী ও শৌনক কর্মকার, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের রুদ্র সাওজাল, তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শান্ত চক্রবর্তী, জিন প্রকৌশল ও জীব প্রযুক্তি বিভাগের অনিক বিশ্বাস, ফলিত গণিত বিভাগের অপূর্ব রায় চৌধুরী, রসায়ন বিভাগের আকাশ পন্ডিত, রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের উৎস কুমার রায়, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগের জগন্নাথ বিশ্বাস, বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের দেবাশীষ দাস ও সুসময় দেব বর্মণ; উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের প্রসেনজিৎ রায়, ফলিত গণিত বিভাগের বাঁধন পোদ্দার প্রান্ত ও প্রনব দাস, সংস্কৃত বিভাগের মধু কুমার রায় ও অনিক চন্দ্র বিশ্বাস, অনুজীববিজ্ঞান বিভাগের স্পেনসার মার্ক মন্ডল, প্রিন্টমেকিং বিভাগের জয় চাকমা, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের লিংকন দাস, ভূতত্ত্ব বিভাগের উৎসব বসাক, অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগের দেবাজ্যোতি বর্ষণ, ফার্মেসী বিভাগের রাজিব দাস, ভাস্কর্য বিভাগের সুপ্রিয় কুমার ঘোষ ও নয়ন দত্ত। -বিজ্ঞপ্তি

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

০৬ মাঘ ১৪৩১

DU in Media

20 January 2025

দৈনিক বাংলা

ষষ্ঠ রোকেয়া বিতর্ক উৎসব উদযাপিত

'যুক্তির বারুদে পুড়ে যাক অন্যায়, কণ্ঠের পুষ্পে ফুটে থাক স্বপ্ন'- স্লোগানকে উপজীব্য করে দুদিনব্যাপী 'ষষ্ঠ রোকেয়া বিতর্ক উৎসব' শেষ হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

'যুক্তির বারুদে পুড়ে যাক অন্যায়, কণ্ঠের পুষ্পে ফুটে থাক স্বপ্ন' স্লোগানকে উপজীব্য করে দুদিনব্যাপী 'ষষ্ঠ রোকেয়া বিতর্ক উৎসব' শেষ হয়েছে।

গত শনিবার সন্ধ্যায় হলের ৭ মার্চ ভবনে এ উৎসবের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

ঐতিহ্যবাহী রোকেয়া হলের বিতর্ক সংগঠন রোকেয়া বিতর্ক অঙ্গন এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। রোকেয়া বিতর্ক অঙ্গনের সভাপতি মায়িশা মালিহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আজম প্রধান আলোচক এবং রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. হোসনে আরা বেগম, রোকেয়া বিতর্ক অঙ্গনের মডারেটর দীপা সরকার, ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি অর্পিতা গোলদার ও সাধারণ সম্পাদক আদনান মুস্তারি, প্রাইম ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও হাসান ও. রশীদ এবং ব্লু ড্রিম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে এস এম স্বরীল চৌধুরী সোহাগ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন রোকেয়া বিতর্ক অঙ্গনের সাধারণ সম্পাদক মোসা. নাজিয়া সুলতানা মুমু। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজক ও বিতার্কিকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এ ধরনের আয়োজন শুধু একটি প্রতিযোগিতা নয়, বরং এটি এমন একটি মঞ্চ, যেখানে তরুণ প্রজন্মের চিন্তা, যুক্তি ও সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। শিক্ষার্থীরা যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার চর্চায় নিজেদের আরও শানিত করবে। জাতীয় পর্যায়ে যুক্তিবাদী সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে উপাচার্য রোকেয়া বিতর্ক অঙ্গন প্রকাশিত 'পদ্মরাগ' শীর্ষক সাময়িকীর মোড়ক উন্মোচন করেন। বিজ্ঞপ্তি

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

যায়যায়দিন

ঢাবিতে ইসলামের ইতিহাস আন্তঃবিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতা

■ ক্যাম্পাস ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) 'অন্তরের বন্দরে যুক্তির নোঙর, বিপ্লবের দুনিয়ায় মুক্তির সায়র' প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে আন্তঃবিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামিক হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার ডিবেটিং ক্লাবের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি ১ম আন্তঃবিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০২৫ শেষ হয়েছে। এতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে 'সেলজুক টিম' ও রানারআপ হয়েছে 'সানজানাহ টিম'। আর ডিবেটার অব দ্য টুর্নামেন্ট ও ডিবেটার অব দ্য ফাইনাল নির্বাচিত হয়েছেন মিনহাজুল ইসলাম মুন।

এ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সব শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত ৮টি টিম নিয়ে তিন রাউন্ডের ট্যাবরাউন্ড অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় দিন ফাইনাল বিতর্ক ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আরসি মজুমদার অডিটোরিয়ামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এতে প্রধান আলোচক ছিলেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. আতাউর রহমান বিশ্বাস, বিশেষ অতিথি হিসেবে ইসলামিক হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার ডিবেটিং ক্লাবের মডারেটর নাজমা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং ক্লাবের সভাপতি অর্পিতা গোলদার ও সেক্রেটারি আদনান মুন্তারি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের ডিবেটিং সোসাইটির সদস্যরা এতে উপস্থিত ছিলেন।